Q; ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক দ্বন্দ্ব গুলির কথা আলোচনা করো।

MARKS - 20

Explain the departure of socialist challenge before the French Revolution (1789)?

> “এভাবে কতকাল শুধু মানুষের প্রতিকৃতি মানুষ পোড়াবে
> নিয়ত ইতিহাস ছেড়ে মানুষ পাগল.....”

শ্রদ্ধেয় কবি অতীশ চট্টোপাধ্যায় কবিতার এই দুই পঙতিতে যথাযথ বিশ্লেষণে বলা যায় যে মানুষের শতক প্রণোদিত কিছু ভুল ত্রুটি মিথ্যা অত্যাচারের চাবুক ও দুর্বলকে সবলের নিচে পোষণ করার এক চরম পাশবিক মানসিকতার জন্যই ইতিহাসের আঙিনায় যেভাবে হানা দিয়েছে এক এক গণঅভ্যুত্থান, বিপ্লব। আর এই দিক থেকে ফরাসি বিপ্লব ছিল এক অনুরূপ গণঅভ্যুত্থান যে অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে সমগ্র ফ্রান্সের সামাজিক জীবনে মানুষের সংকীর্ণ মন নিঃসৃত সামাজিক বৈষম্যবাদ একটা দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় যেভাবে ফরাসীদের জীবন অসুস্থ করে তুলেছিল তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই ফরাসিরা পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতার আদর্শকে।

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অপেক্ষা অসমতার বিরুদ্ধে ছিল 1789 খ্রিস্টাব্দের এই বিদ্রোহ। "The revolution of 1789 was much less a rebellion against dispotism that a rebellion against inequality". আসলে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক দ্বন্দ্ব এক চরম ও অসহনীয় অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ছিল সেই সামাজিক দ্বন্দ্ব আরোহণের পূর্বে আমাদের প্রথমে ফ্রান্সের সামাজিক বিন্যাসের দিকে নজর দেওয়া উচিত।

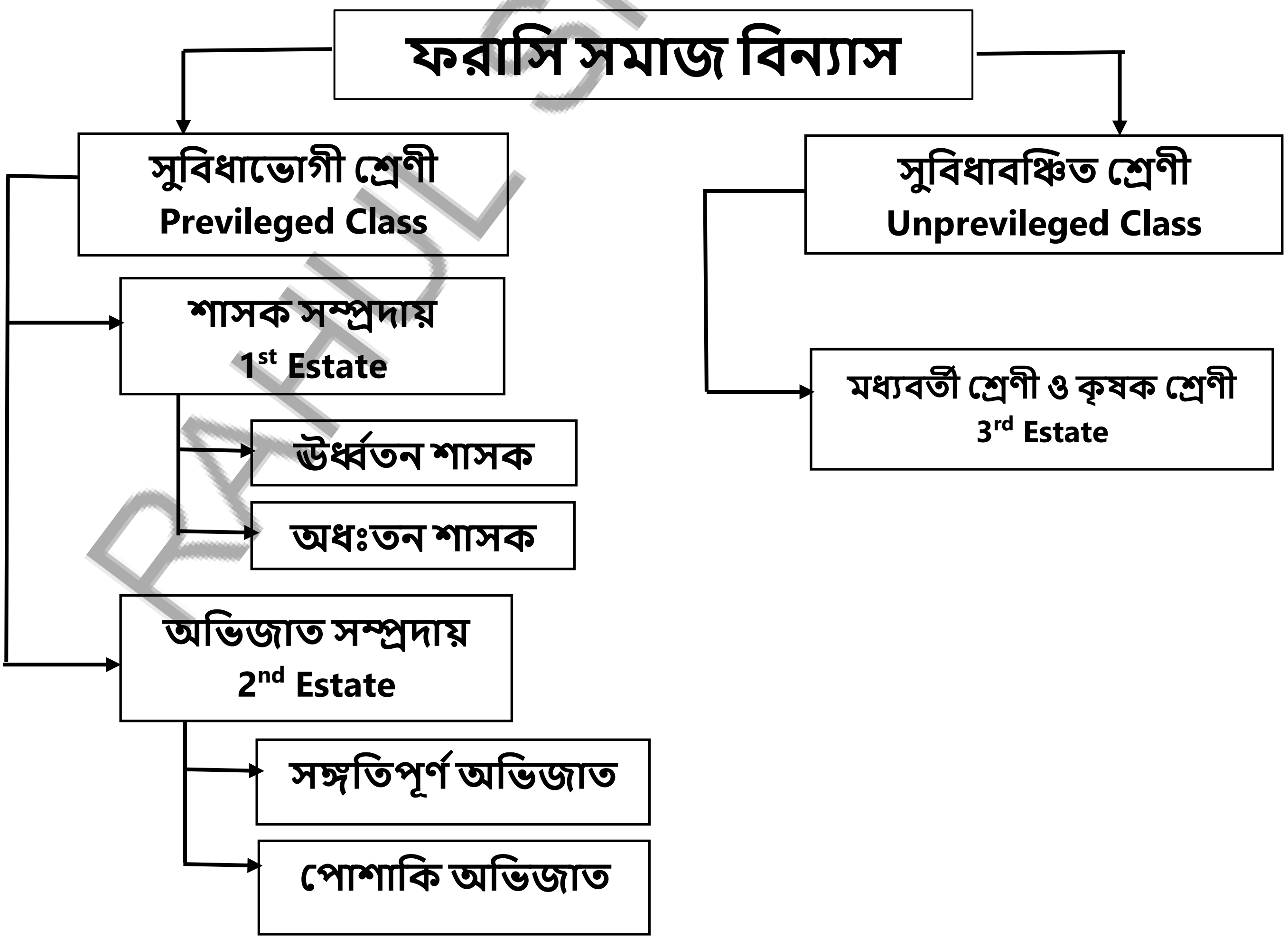
ফরাসি সমাজ বিন্যাস
সুবিধাভোগী শ্রেণী
Previleged Class
সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণী
Unprevileged Class
শাসক সম্প্রদায়
1st Estate
ঊর্ধ্বতন শাসক
অধঃতন শাসক
মধ্যবর্তী শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী
3rd Estate
অভিজাত সম্প্রদায়
2nd Estate
সঙ্গতিপূর্ণ অভিজাত
পোশাকি অভিজাত

শাসক সম্প্রদায়/1st Estate:

অতএব ফরাসি সমাজ বিন্যাসে যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল প্রথম শ্রেণি যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার এই সম্প্রদায়ের সমাজের উপর ছিল টাইদ নামক একপ্রকার কর এবং ফ্রান্সের শহর ও গ্রামের ছড়িয়ে থাকা বিরল ভূসম্পত্তি যেখান থেকে তাদের বাৎসরিক আয় হতো ৯ কোটি লিভার। আর তার বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রকে স্বেচ্ছাকর ভিন্ন অন্য কোন কর দিত না এছাড়া যাজকদের নিজস্ব প্রাসাদ দূর্গ ও গির্জা ছিল। ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক গির্জা ছিল অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র এবং তার প্রশাসনিক প্রকৃতি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। যাজকদের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি অনাহার ও ব্যভিচার কে লক্ষ্য করে ষোড়শ লুই চিৎকার করে ক্ষোভে বলেছিলেন -"let us at least have a archbishop Paris who believe in God" রাজার এই বক্তব্য থেকে সমকালীন সন্ত্রাসের যুবকদের চরিত্র সহজেই অনুমান করা যায়।ঊর্ধ্বতন যাজকদের এই ক্রমবর্ধমান বিলাস পরায়ণতা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্ধ করে তুলনামূলক সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকবোধসম্পন্ন শিক্ষা অধস্তন যাজকদের, কারুণ্য দৃষ্টি এবং তাচ্ছিল্যতা অধস্তন যাজকদের মধ্যে যে সামাজিক মর্যাদার ও বাহুল্যতার শূন্যস্থান তৈরি করে তাদেরকে বাধ্য করে Third Estate এর বিরুদ্ধে যোগদান করতে। আর তাই যাজকদের মধ্যে এই সমাজকে দগ্ধ যে ফরাসি বিপ্লবকে তরান্বিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক সমালোচনার ভাষায় - "This dissension between the high and lower clergy was one of the most potent cause leading to the early victory of the revolution."

অভিজাত সম্প্রদায়/2nd Estate:

ফরাসি সমাজের Second Estate ছিল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ 50 হাজার সংখ্যায় নগণ্য হলেও সমাজে এরাই ছিল সর্বাধিক প্রভাবসম্পন্ন কারণ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতো এবং রাষ্ট্রের কর থেকে এরা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের প্রসার ঘটিয়ে এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা "Noble By Robe" বা "পোশাকি অভিজাত" বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের সঙ্গতিসম্পন্ন অভিজাত দের আর্থিক অবসান ঘটলো যার ফলে যাজকীয় দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি ঘটে অভিযাতদের মধ্যেও, কারণ আয় কমে যাওয়ার ফলে সঙ্গতিসম্পন্ন অভিজাতেরা কৃষক শ্রেণিকে আর্থিক লেহন করতে থাকে। আর এই সুযোগে পোশাকি অভিজাতেরা নিজেদের না পাওয়া সুবিধা গুলো এবং দরবারী অভিজাতকের মত ক্ষমতার প্রভাবকে ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বোপরি নিজেদের কুলীন আভিজাত্যের পর্যায়ে উন্নত করার জন্য তারা কৃষক শ্রেণীকে সঙ্গতিপূর্ণ অভিজাত দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হওয়ার ইন্ধন জোগায় আর যার সর্বাত্মক পরিণতি হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব।

মধ্যবর্তী শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী/3rd Estate:

ফরাসি সমাজের সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণি প্রধানত শহরের হলেও গ্রামের সাথে তাদের ভালো যোগাযোগ ছিল। ইংল্যান্ডের বুর্জ ও শ্রেণীর ন্যেয় ফরাসি বুর্জোয়াদের কৌলিন্য না থাকলেও তারা যথেষ্ট শিক্ষিত মনস্ক ও প্রগতিশীল ছিল আর তাই স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রের মর্যাদা ও প্রশাসনিক দায়িত্বের ভার থেকে তাদের অন্যায্য চুক্তিকরন তাদেরকে বাধ্য করেছিল প্রথম ও দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য আর এইসঙ্গে বাকিদের মতো যোগ দিয়েছিল ফ্রান্সের দার্শনিক বিচার সমূহ যা তাদের শিক্ষিত মনস্কতায় নাড়া দিয়েছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদায় উন্নতির এক সম্ভাবনাকে।

মূল্যায়ন: কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তৃতীয় সম্প্রদায় ভুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও বিরোধ ছিল কারণ এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক সম্প্রদায় যাদের রাষ্ট্রের ভার বহন করার এক বিশেষ যাত্রা হিসেবে মনে করা হতো। তাই তাদের প্রতি যেমন অভিজাত সম্প্রদায় এক নিকৃষ্ট মনোভাব পোষণ করত তেমন তাদেরই সম্প্রদায়ের অন্যতম বুর্জোয়ারা তাদেরকে কেবল উৎপাদনের প্রক্রিয়া হিসেবেই গণ্য করতো। আর এই সক্রিয় তাচ্ছিল্য তাই কৃষক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণীর অবদমন মানসিক চেতনাকে নতুনভাবে নিয়তি করুণ্যের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সামাজিক সাম্যতা আনার প্রেরণা যোগায়। বোধহয় তার জন্যেই ঐতিহাসিক মিশলে বলেছেন - "ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণ ছিল তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব"

প্রশ্ন: **What did the roles of the philosophers contribute to the French Revolution in 1789 ?**

MARKS - 20

➡ ফরাসি বিপ্লব শুধুমাত্র ফ্রান্সের ইতিহাসে নয়, ফরাসি রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে তা ছিল ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার এক গগনচুম্বী মুক্তিকামী স্পর্ধার আস্ফালন। কারণ ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজ সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আর এই যুগান্তকারী বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট পরিবর্তনের মধ্যে। আর এই পট পরিবর্তনের মূল নিগঢ় নিহিত ছিল – অসমতার ভিত্তিতে গঠিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। আর এই বৈষম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা সমাজে যে বিষ-বাষ্পের উদ্গীরণ হয়েছিল; তার বিরুদ্ধে লড়াই করার স্পর্ধা আর মুক্তির চেতনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন এক দল ফরাসি দার্শনিক আর তাঁদের জ্ঞানদীপ্ত চেতনা – যা রাতের আকাশের শুকতারার মতোই ছিল সমুজ্জ্বল, যা পরিবর্তন ঘটিয়েছিল দীর্ণ-বিদীর্ণ ও অবদমিত ফরাসি চেতনার, আসমুদ্র ফরাসি চেতনাকে স্পর্ধা দেখিয়েছিল স্বপ্ন দেখার – যার সর্বাত্মক নির্যাস ছিল এই ফরাসি বিপ্লব ও তার আদর্শসমূহ – সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা।

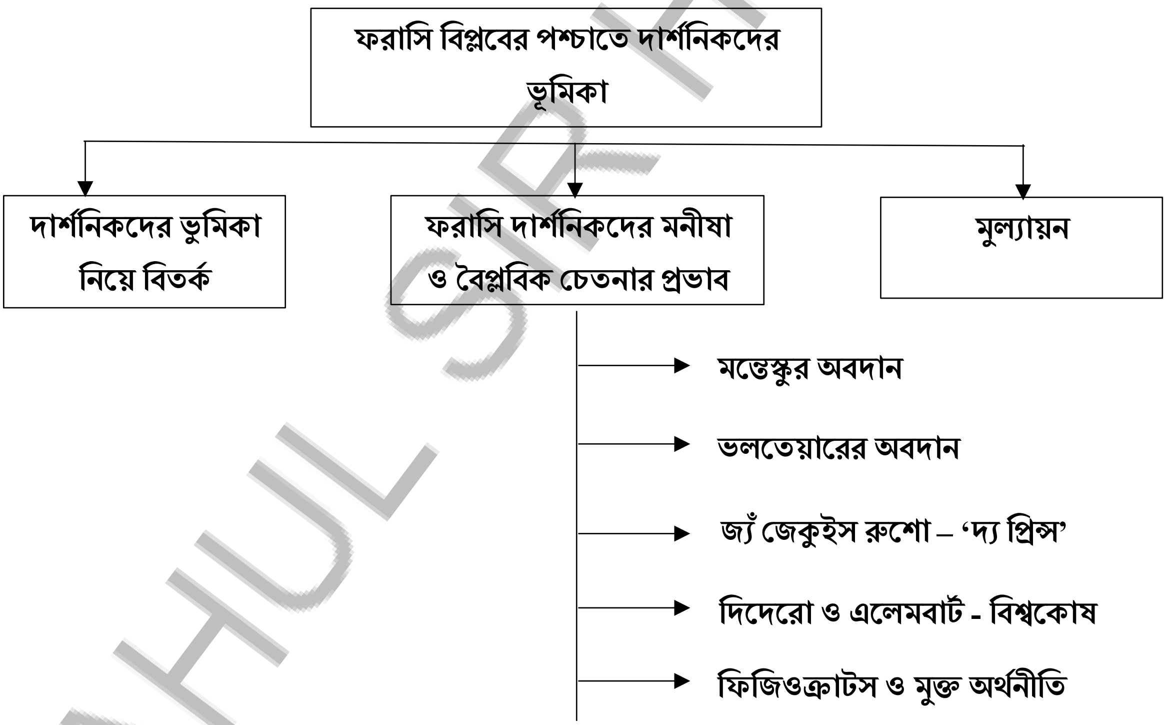
ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা
দার্শনিকদের ভুমিকা নিয়ে বিতর্ক
ফরাসি দার্শনিকদের মনীষা ও বৈপ্লবিক চেতনার প্রভাব
মুল্যায়ন
মন্তেস্কুর অবদান
ভলতেয়ারের অবদান
জ্যাঁ জেকুইস রুশো – 'দ্য প্রিন্স'
দিদেরো ও এলেমবার্ট - বিশ্বকোষ
ফিজিওক্র্যাটস ও মুক্ত অর্থনীতি

❖ ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকদের ভূমিকা নিয়ে তৈরী বিতর্ক:

১৭৮৯ সালে ফরাসি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে দার্শনিকদের ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য তৎকালীন **ফরাসি ইতিহাসকার মুনিয়েরে-র বক্তব্য** – তাঁর মতে সনাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ফরাসি দার্শনিকদের তেমন অবদান ছিল না। তবে একথা ঠিক যে, এই সকল দার্শনিকগণ ফরাসি রাষ্ট্রের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিলেন, এমনকি তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিও করেছিলেন। তবে তাঁদের এই ভূমিকা

নিঃসন্দেহে তৎকালীন ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠান বিরোধী চেতনার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল, কিন্তু বিপ্লব ও তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছিল ফরাসি জনগণের স্বতঃপ্রণোদিত ক্ষোভের আত্মিক বহিঃপ্রকাশ। তাই ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে ফরাসি দার্শনিকদের ভূমিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে **ফ্রেডারিক এঙ্গেলস**-এর **“Idealized bourgeois intelligence”** (আদর্শাশ্রিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৌদ্ধিক প্রকাশ) – তত্ত্ব-র উত্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত।

❖ ফরাসি বিপ্লব বা বৈপ্লবিক সংগঠনে ফরাসি দার্শনিকদের জ্ঞানদীপ্ত বৈপ্লবিক চেতনার প্রভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা:

➢ মন্তেস্কুর চিন্তাধারার অভিনবত্ব :

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি **বারোঁ দ্য মন্তেস্কু** (১৬৮৯ – ১৭৫৫) -র নাম যিনি ফরাসি বিপ্লবে **দার্শনিক-ত্রয়ীদের (মন্তেস্কু, রুশো ও ভলতেয়ার)** মধ্যে অন্যতম ছিলেন। **১৭২১ সালে** তিনি তাঁর **‘Persian Letters’** নামক গ্রন্থে ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছিলেন, আবার একইভাবে **১৭৪৮ সালে** প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **“The Spirit of Laws”** -এ তিনি রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার (“Divine Right of Kings”) তীব্র সমালোচনা করেন এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার্থে রাষ্ট্রের শাসন, আইন ও বিচার-বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের সোচ্চার দাবি জানান।

➢ ভলতেয়ারের রাজনৈতিক মতাদর্শ :

আবার ভলতেয়ার ছিলেন উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতবাদের এক মূর্ত প্রতীক। ঈশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল – ক্যাথলিক গির্জা। **তাই তিনি ফরাসি ক্যাথলিক গির্জা কে - “A privileged nuisance” (বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত উৎপাত)** বলে অভিহিত করেছেন। প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল – **‘কাঁদিদ’** ও **‘লেতর ফিলোজফিক’**।

➢ রুশো – ‘ফরাসি বিপ্লবের জনক’ :

আবার ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে **সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল ছিলেন – জ্যঁ জেকুইস রুশো**। তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের **‘প্রিন্স’ বা রাজপুত্র** বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ – **“অসাম্যের সূত্রপাত” (“Origin of Inequality”)** -এ তিনি প্রথম মানুষের সমাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হন। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীগত অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁর আরেক বিখ্যাত গ্রন্থ – **“সামাজিক চুক্তি” (“Contract Sociale”)** গ্রন্থে তিনি গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রবাদের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

➢ দিদেরো ও এলেমবার্টের অবদান :

অন্যদিকে এই যুগের অন্যতম মনীষী দিদেরো (Diderot) ও দ্য এলেমবার্ট (D’Alembert) সমসাময়িক বিভিন্ন পন্ডিতদের সহযোগিতায় **১৭ খন্ডে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন** – যাতে বিভিন্ন দার্শনিকদের রচনা স্থান পায়; যা ফরাসি জনগণকে প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

➢ ফিজিওক্রাটস ও মুক্ত অর্থনীতি :

এ সময় ফ্রান্সে ‘ফিজিওক্রাটস’ নামক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদদের আবির্ভাব ঘটে। এই ফিজিওক্রাট-রা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত অবাধ বাণিজ্য ও বেসরকারি শিল্প স্থাপনের দাবি জানায়। **কুইসনে ছিলেন এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা।**

➢ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব :

এছাড়াও – **লা মেত্রী, কাঁদিলাক, হলবাখ, মরেলি, মাব্‌লি** প্রমুখ বিশিষ্ট ফরাসি দার্শনিকদের ভাবনা ও বৈপ্লবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ফরাসি জনগণকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

❖ ফরাসি বিপ্লব ও দার্শনিকদের ভূমিকা – সর্বোপরি এই প্রতর্কটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন পর্বে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে ফরাসি **ঐতিহাসিক আবে বারওয়েল ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্কের বক্তব্য – ফরাসি বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল দার্শনিকদের ‘ষড়যন্ত্র’ (‘clique’), আবার তেইন বলেছিলেন – “France drank the poison of Philosophy.”**

উপরের এই মূল্যায়ন সম্পর্কিত উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা আছে ঠিকই, কিন্তু তা ঐতিহাসিক অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট, কারণ বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে **গোটা পৃথিবীর বিপ্লবের পোস্টার-বয় চে গেভারা বলেছিলেন – “মনুষ্য জাতির অভ্যুত্থান বিপ্লবের মাধ্যমে, শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সময়ের আবর্তে বিপ্লবের শক্তি ক্ষয়ে যায়।”** আর এই বক্তব্যের সাপেক্ষেই বলা যায় **হ্যাজেনের মতো ঐতিহাসিকদের কথা** – যাঁরা মনে করেন, **“The Revolution was not caused by the French Philosophers, but by the conditions and evils of national life.”**

আবার, **কোবানের মতে – দার্শনিকদের ভূমিকা এতই বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী ছিল যে, তাঁদের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না।**

যাই হোক, দার্শনিকদের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে এই থিসিস-হাইপোথিসিসের নির্যাসোচিত সারসত্য ছিল এই যে – ফরাসি বিপ্লব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অনুচ্চারিত আর গুমরে মরা আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নির্ভীক ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। এ’হেন আত্মপ্রকাশই ফ্রান্সকে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল থেকে আধুনিক পরিমণ্ডলে উত্তরণের যে হৃদয় জোড়া অতলান্তিক স্বপ্ন দেখিয়েছিল – তারই এক সার্থক মরুদ্যান ছিল ফরাসি দার্শনিকদের ভূমিকা। তাই, **ঐতিহাসিক উইলার্টের বক্তব্য দিয়ে এই আলোচনার সমাপ্তি রেখা টানা যায় –**

যে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ফলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুচ্চারিত ও অব্যক্ত হয়ে মনের মধ্যে গুমরে মরছিল, দার্শনিকরা সেই স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা গুলি সরিয়ে শুধু অস্পষ্ট ধারণাগুলিকে ভাষা দিয়েছিলেন। আর তাই এখানেই নিহিত ছিল দার্শনিকদের ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন।

প্র **Identify the causes behind the French Revolution of 1789.**

➡ **"আমি তোমার কথার সাথে বিন্দুমাত্র একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য আমি জীবন দেবো।"**
– ভলতেয়ার

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের আপামর জনসাধারণের সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের জীবনপণ সংগ্রামের ইতিকথা। আসলে ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে যে কারণগুলি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, সেই সমস্ত কারণগুলির যোগসূত্র ছিল একই মোড়কে মোড়া – যার লক্ষ্য ছিল ফরাসি বাসীর অধিকার রক্ষা।
তাই, **ঐতিহাসিক লেফেভর বলেছিলেন** - **"The origin of the revolution of 1789 lies deep in French history."**

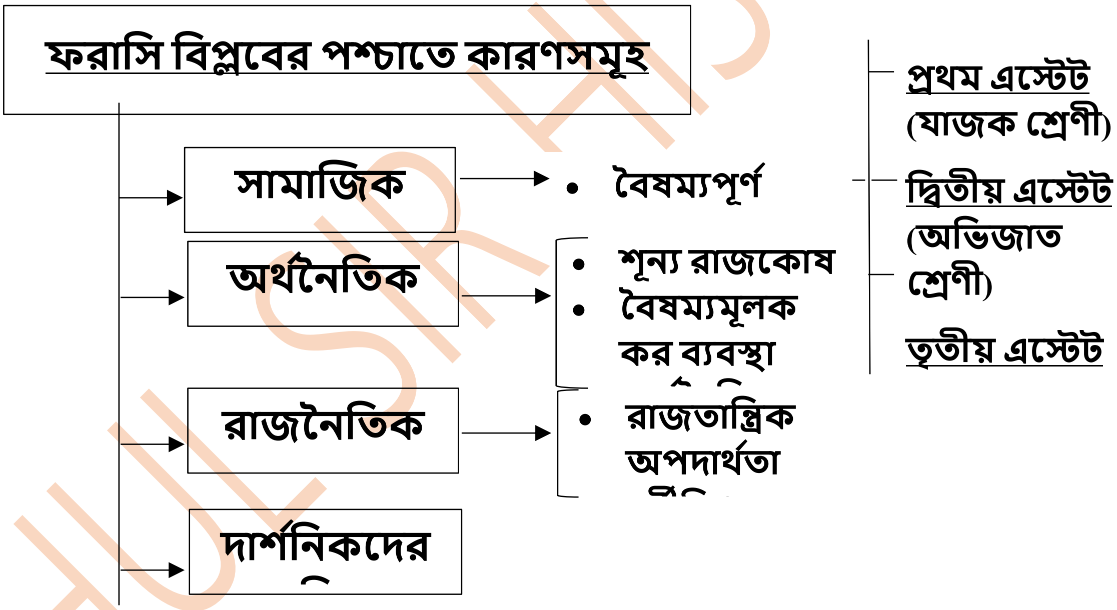
ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে কারণসমূহ
সামাজিক
অর্থনৈতিক
রাজনৈতিক
দার্শনিকদের
বৈষম্যপূর্ণ
শূন্য রাজকোষ
বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা
রাজতান্ত্রিক অপদার্থতা
প্রথম এস্টেট (যাজক শ্রেণী)
দ্বিতীয় এস্টেট (অভিজাত শ্রেণী)
তৃতীয় এস্টেট

১. সামাজিক কারণ :

ফরাসি বিপ্লবের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল - প্রবল সামাজিক বৈষম্যের নিরিখে সামাজিক বিভাজন –
ক. যাজক সম্প্রদায় (১ম এস্টেট বা প্রথম শ্রেণী),
খ. অভিজাত সম্প্রদায় (২য় এস্টেট বা দ্বিতীয় শ্রেণী),
গ. মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (৩য় এস্টেট বা তৃতীয় শ্রেণি)

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়, যথাক্রমে মোট ফরাসি জনগণের মাত্র **১%** ও $১\frac{১}{২}$ % হওয়া সত্বেও যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা তারাই ভোগ করতেন। বিনিময়ে ফরাসি রাষ্ট্রকে তারা আর্থিক বা কায়িক কোনরূপ পরিষেবা প্রদান করতেন না। অন্যদিকে, তৃতীয় সম্প্রদায় হিসাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ৯৭% হওয়ার দরুণ এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও উৎপাদনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব থাকায় – কার্যত তাদের কাঁধে ভর করেই চলতো ফরাসি রাষ্ট্র। অর্থাৎ, করের সিংহভাগ যেমন তাদেরই বহন করতে হতো; তেমনি সামাজিক সম্মান বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির নিরিখে তারা প্রথম দুই শ্রেণীর থেকে অনেকখানিই পিছিয়ে ছিলেন। আর এই সামাজিক বৈষম্যই অদূর ভবিষ্যতে হয়ে দাঁড়ায় আসলে অধিকার রক্ষার লড়াই; যার ফলশ্রুতি ছিল – ১৭৮৯ -র ফরাসি বিপ্লব।

২. অর্থনৈতিক কারণ

ক. শূন্য রাজকোষ :

ফরাসি রাজন্যবর্গের ভ্রান্ত বিদেশনীতির জন্য ফ্রান্স একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ)। যার পরিণাম ছিল বিপুল মুদ্রাস্ফীতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রের মোট আয়ের ৭৫ শতাংশই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়েছিল।

খ. বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা :

যেহেতু ফরাসি সমাজে শাসক ও অভিজাত শ্রেণি "সুবিধাভোগী শ্রেণী" ছিল তাই তারা রাষ্ট্রকে কোন রকম কর দিতেন না। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায় হিসাবে যাজক ও অভিজাতক শ্রেণীকে মোট করের ৯৬ শতাংশের বেশি কর বহন করতে হতো। এই বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা যে অর্থনৈতিক অসাম্যের সূচনা করে, তারই পরিনাম ছিল ১৭৮৯ -র বাস্তিল দুর্গের পতন।

গ. অর্থনৈতিক বিপর্যয় :

আর এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ক্রমাগত জনস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির অভিশাপ। তার প্রমাণ হলো ১৭৮৮ থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ শস্যহানি হলে খাদ্যশস্যের দাম ৬০% থেকে ৬৫% বৃদ্ধি পায়, তুলনামূলকভাবে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ২২%। তাই প্রখ্যাত **অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ** ফ্রান্সের বিপ্লব পূর্ববর্তী এই **অর্থনৈতিক সংকটকেই ফরাসি বিপ্লবের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।** তাঁর ভাষায় প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্স ছিল - **"Museum of economic errors" (ভ্রান্ত অর্থনীতির যাদুঘর)।**

৩. রাজনৈতিক কারণ

ক. রাজতান্ত্রিক অপদার্থতা :

আর বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে এই যে অশান্তির কালো ছায়া ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হচ্ছিল; ঠিক সেই সময় ফরাসি রাজন্যবর্গের চূড়ান্ত উদাসীনতা আর স্বৈরাচারী মানসিকতা, ফ্রান্সকে অনিবার্যভাবেই বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। আর এই রাজনৈতিক স্বৈরাচারীতার বড় উদাহরণ ছিল স্বয়ং ফরাসি **সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের সেই বিখ্যাত দম্ভোক্তি** – **"I am the State."**

খ. দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন :

রাজন্যবর্গের এই দুর্বলতার নিরিখে প্রশাসনিক দুর্নীতি লাগামছাড়া হয়ে পড়ে। '**ইনটেনডেন্ট**' দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কর্মচারীদের দাপটে সাধারণ জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই **মাঁদেলা বলেছেন** – **"It was the French monarchy which made the revolution."**

৪. দার্শনিকদের ভূমিকা :

অতএব, ফরাসি রাষ্ট্রের এই সার্বিক অবক্ষয়ী পর্বে বিপ্লবের পথে সাধারণ ফ্রান্সবাসীকে ধাবিত করার দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন তারাই ফরাসি বিপ্লবের অনুঘটক থুড়ি দার্শনিকগণ।

মন্তেস্কুর **"The Spirit of Laws"** গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতার সোচ্চার সংকল্প; **ভলতেয়ারের** **"Letor Philosophic"** গ্রন্থের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তার পক্ষে সওয়াল; অথবা **রুশোর** **"Origin of Inequality"** -এর মধ্য দিয়ে "সামাজিক চুক্তি" তত্ত্ব কিংবা ফিজিওক্র্যাটসদের অবাধ বাণিজ্য ও অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল যে ফরাসি জনগণকে ফরাসি রাষ্ট্রের এই মূঢ় অচলায়তন কে ভেঙে ফেলতে উদ্যত করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

❖ মূল্যায়ন:

সুতরাং, এই আলোচনান্তে আমরা এ কথা বলতেই পারি যে, আসলে ফরাসি বিপ্লব ছিল একাধিক কারণের সমষ্টি। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা ফরাসি রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে যে - বৈষম্য ও দুর্নীতির কালো ছায়া পড়েছিল, তাকে কাটিয়ে ওঠে এক নতুন ভোরের সন্ধানই ছিল - ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লব।

প্র **How would you estimate the Reign of Terror in revolutionary France?** MARKS - 20

➡ ফ্রান্সের এক বিপ্লবী নেতা ফ্রান্সে বিপ্লব পরবর্তী সন্ত্রাসের শাসনকে **"Dictatorship of Distress"** বলে অভিহিত করেছেন, আবার অন্যদিকে **ঐতিহাসিক লড এ্যাক্টন** ঐতিহাসিক সন্ত্রাসের শাসনে পুরোধা রোবসপিয়ার কে ম্যাকিয়াভেলির স্বৈরাচারীতার জঘন্যতম সংস্করণ অভিহিত করেছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে – ফ্রান্সের অভ্যন্তরে এক দারুন অরাজকতা ও বিদ্রোহ এবং অপরদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, এই দুই কারণে কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনের প্রয়োজন ছিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জনগণের সহযোগিতা ও অখণ্ড আনুগত্যের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের কতগুলি শহর নবগঠিত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রাজতন্ত্র সমর্থন করলে এক ভয়াবহ প্রতিবিপ্লবের সূচনা হয়। এছাড়া ইউরোপের কয়েকটি রাজতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্র যথা অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্র জোট গড়ে তুলেছিল এবং তারাও ফ্রান্স আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেছিল।

সুতরাং, ফ্রান্সে সংঘটিত সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি –

(১) ফ্রান্সে প্রতি-বিপ্লব ধ্বংস করা
(২) দুই কালোবাজারি ও খাদ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কঠোর হাতে দমন করা
(৩) বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করা

- প্রকৃতপক্ষে একদিকে বিদেশি শত্রুর আক্রমণ ও অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে ফ্রান্স যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল; তার প্রতিসাধন কল্পে ফ্রান্সে এই বিভীষিকাময় সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই জাতীয় মহাসভার কিছু সদস্য ঘোষণা করেন যে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে একমাত্র "জরুরীকালীন স্বেচ্ছা তন্ত্র" ও "স্বৈরাচারী স্বেচ্ছা তন্ত্র"-ই ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। তাই সন্ত্রাসের রাজত্বকারীদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, ভীতি ও বল প্রয়োগের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করা।

  সন্দেহবশত যারা এই সন্ত্রাসের রাজত্বে প্রাণদণ্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই যে দেশ বিরোধীতার কাজে লিপ্ত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে মারি আঁতোয়ানেত ও অন্যান্য রাজতন্ত্রী দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। **ঐতিহাসিক রাইকার** এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন যে – "ইহা অনুমান করা ভুল হবে যে, জনগণের অধিকাংশই সন্ত্রাসের শাসনে নির্যাতিত হয়েছিল।" এই সন্ত্রাসের রাজত্ব চলাকালীন ফ্রান্সে যেমন সামাজিক

RAHUL SIR HISTORY OPTIONAL

আমোদ-প্রমোদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটেনি; ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ যাদের সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না তারা নিশ্চিন্তে জীবন নির্বাহ করেছিলেন।

- সন্ত্রাসের শাসনের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হলো যে সেই সময় ফ্রান্সের পরিস্থিতি ছিল যেমন অরাজক তেমনি সংকটময়। কেননা সন্ত্রাসের শাসন ফ্রান্সে এক আদর্শ প্রজাতন্ত্র স্থাপনে ব্রতী হয়। আর এই আদর্শ প্রজাতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্যই ছিল – জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং সর্বোপরি এক অখন্ডতা স্থাপন। ডেভিড থমসনের মতে – এই সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে দিয়েই ফরাসি বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে রূপায়িত হয়। কেননা, এই শাসনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব রোবসপিয়ার ফ্রান্সে যে বিপ্লবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল – ফ্রান্সের সমকালীন অভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বিদেশি শত্রুদের আক্রমণের সম্ভাবনা দূরীভূত করা। কেননা তার প্রধান লক্ষ্যই ছিল সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্রান্সে সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর তাই এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য - ফ্রান্সে প্রতি বিপ্লব ধ্বংস করে সন্ত্রাসবাদী শাসন ফ্রান্সে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে ফ্রান্সের মাটিতে পাঁচটি শত্রু-সেনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং এই পরিস্থিতিতে প্যারিস কে অবরুদ্ধ নগরী হিসাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। জাতীয় পার্লামেন্ট ভেঙে পড়ে এবং ব্রিটিশ সেনাদের ফরাসি সীমান্ত থেকে বিতাড়িত করা হয়। সেই সাথে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আলসাস থেকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য করা হয়, এবং ওই বছরের মে মাসে ফ্লান্ডার্স দখল করা হয় এবং বেলজিয়াম পুনরায় ফ্রান্সের দখলে আসে। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এটি ছিল সন্ত্রাসের রাজত্বের একটি বিরাট সাফল্য। এ প্রসঙ্গে **ঐতিহাসিক ডেভিড থমসনের** বক্তব্য ছিল যথেষ্ট প্রতিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায় - **"These successes were in one sense a measure of how far the France had succeeded in its nationality defensive purpose."**

- তাই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তকারী ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সে যে রাজতন্ত্র মুক্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিল তার স্থায়িত্বকে, তার বাস্তবিক ব্যবহারযোগ্যতার কার্যকারিতাকে ফলপ্রসূ করার কৃতিত্ব বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সে নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসের শাসনের ওপর বর্তায়। এর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের শাসনের ফলে - খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মজুরি আইন, সম্পত্তি অধিগ্রহণ, নারীদের সম্পত্তির অধিকার, ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন…

RAHUL SIR HISTORY OPTIONAL

প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা সম্ভব পর হয়েছিল। একথা হয়তো অনস্বীকার্য যে, সন্দেহের আইনের দ্বারা গিলোটিনে অনেক নির্দোষ ব্যক্তি নিছক সন্দেহবশে প্রাণ দিয়েছিলেন এবং সন্ত্রাসের শাসনের এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ইউরোপে বিপ্লব সম্পর্কে এক নিদারুণ ঘৃণা ও আশঙ্কার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু একথা বলা হয়তো ভুল হবেনা যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জনগণের নীতিবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোয় সামাজিক পুনর্গঠনের আদর্শকে নবরূপে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রয়োজন ছিল। আসলে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই এই অস্বাভাবিক রাজত্বের উদ্ভব হয়েছিল। সেই সাথে নৃশংসতা ও বর্বরতার চরম লক্ষণ এই রাজত্বের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হলেও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং স্বদেশে বিপ্লব প্রতিরোধী শক্তিকে দমন করে সন্ত্রাসের রাজত্ব সমগ্র ফ্রান্সে এক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই বিভীষিকা সত্ত্বেও এই রাজত্ব বাস্তবোচিত রাজনৈতিক জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে।

- তাই পরিশেষে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা-র বৈপ্লবিক বাণী সমগ্র ইউরোপে পুরাতন রাজতান্ত্রিকতার ভিত্তিকে নড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল এই সন্ত্রাসের রাজত্ব। **“The revolution was preserved in France and France was preserved in Europe.”** এই কারণেই **রাইকার এই সন্ত্রাসের রাজত্বকে** **“.... a marvellous product of practical statesmanship."** বলে অভিহিত করেছেন।

RAHUL SIR HISTORY OPTIONAL

প্রশ্ন: **Identify the causes behind the French Revolution of 1789.**

➡ **"আমি তোমার কথার সাথে বিন্দুমাত্র একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য আমি জীবন দেবো।"** MARKS - 20

– **ভলতেয়ার**

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের আপামর জনসাধারণের সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের জীবনপণ সংগ্রামের ইতিকথা। আসলে ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে যে কারণগুলি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, সেই সমস্ত কারণগুলির যোগসূত্র ছিল একই মোড়কে মোড়া – যার লক্ষ্য ছিল ফরাসি বাসীর অধিকার রক্ষা।

তাই, **ঐতিহাসিক লেফেভর বলেছিলেন** - **"The origin of the revolution of 1789 lies deep in French history."**

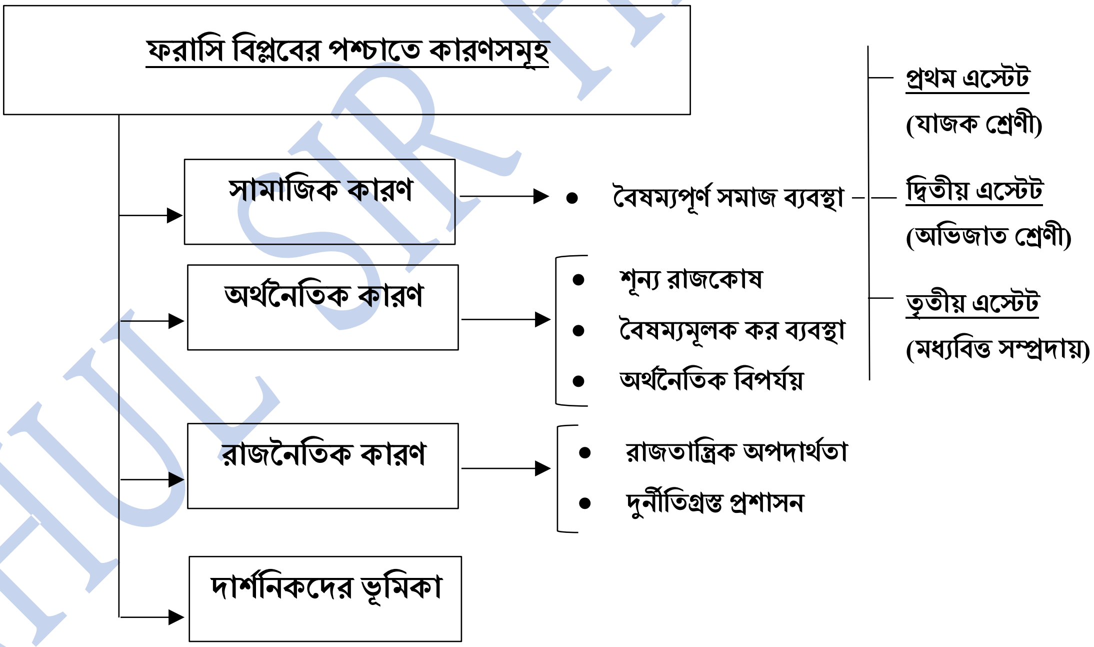
ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে কারণসমূহ
সামাজিক কারণ
বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা
প্রথম এস্টেট (যাজক শ্রেণী)
দ্বিতীয় এস্টেট (অভিজাত শ্রেণী)
তৃতীয় এস্টেট (মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়)
অর্থনৈতিক কারণ
শূন্য রাজকোষ
বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা
অর্থনৈতিক বিপর্যয়
রাজনৈতিক কারণ
রাজতান্ত্রিক অপদার্থতা
দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন
দার্শনিকদের ভূমিকা

১. সামাজিক কারণ :

ফরাসি বিপ্লবের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল - প্রবল সামাজিক বৈষম্যের নিরিখে সামাজিক বিভাজন –

ক. যাজক সম্প্রদায় (১ম এস্টেট বা প্রথম শ্রেণী),

খ. অভিজাত সম্প্রদায় (২য় এস্টেট বা দ্বিতীয় শ্রেণী),
গ. মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (৩য় এস্টেট বা তৃতীয় শ্রেণি)

যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়, যথাক্রমে মোট ফরাসি জনগণের মাত্র ১% ও ১$\frac{১}{২}$% হওয়া সত্বেও যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা তারাই ভোগ করতেন। বিনিময়ে ফরাসি রাষ্ট্রকে তারা আর্থিক বা কায়িক কোনরূপ পরিষেবা প্রদান করতেন না। অন্যদিকে, তৃতীয় সম্প্রদায় হিসাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার ৯৭% হওয়ার দরুণ এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও উৎপাদনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব থাকায় – কার্যত তাদের কাঁধে ভর করেই চলতো ফরাসি রাষ্ট্র। অর্থাৎ, করের সিংহভাগ যেমন তাদেরই বহন করতে হতো; তেমনি সামাজিক সম্মান বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির নিরিখে তারা প্রথম দুই শ্রেণীর থেকে অনেকখানিই পিছিয়ে ছিলেন। আর এই সামাজিক বৈষম্যই অদূর ভবিষ্যতে হয়ে দাঁড়ায় আসলে অধিকার রক্ষার লড়াই; যার ফলশ্রুতি ছিল – ১৭৮৯ -র ফরাসি বিপ্লব।

২. অর্থনৈতিক কারণ

ক. শূন্য রাজকোষ :

ফরাসি রাজন্যবর্গের ভ্রান্ত বিদেশনীতির জন্য ফ্রান্স একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ)। যার পরিণাম ছিল বিপুল মুদ্রাস্ফীতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রের মোট আয়ের ৭৫ শতাংশই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়েছিল।

খ. বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা :

যেহেতু ফরাসি সমাজে শাসক ও অভিজাত শ্রেণি "সুবিধাভোগী শ্রেণী" ছিল তাই তারা রাষ্ট্রকে কোন রকম কর দিতেন না। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায় হিসাবে যাজক ও অভিজাতক শ্রেণীকে মোট করের ৯৬ শতাংশের বেশি কর বহন করতে হতো। এই বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা যে অর্থনৈতিক অসাম্যের সূচনা করে, তারই পরিনাম ছিল ১৭৮৯ -র বাস্তিল দুর্গের পতন।

গ. অর্থনৈতিক বিপর্যয় :

আর এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ক্রমাগত জনস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির অভিশাপ। তার প্রমাণ হলো ১৭৮৮ থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ শস্যহানি হলে

খাদ্যশস্যের দাম ৬০% থেকে ৬৫% বৃদ্ধি পায়, তুলনামূলকভাবে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ২২%। তাই প্রখ্যাত **অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ** ফ্রান্সের বিপ্লব পূর্ববর্তী এই **অর্থনৈতিক সংকটকেই ফরাসি বিপ্লবের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।** তাঁর ভাষায় প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্স ছিল - **"Museum of economic errors"** (**ভ্রান্ত অর্থনীতির যাদুঘর**)।

৩. রাজনৈতিক কারণ

ক. রাজতান্ত্রিক অপদার্থতা :

আর বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে এই যে অশান্তির কালো ছায়া ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হচ্ছিল; ঠিক সেই সময় ফরাসি রাজন্যবর্গের চূড়ান্ত উদাসীনতা আর স্বৈরাচারী মানসিকতা, ফ্রান্সকে অনিবার্যভাবেই বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। আর এই রাজনৈতিক স্বৈরাচারীতার বড় উদাহরণ ছিল স্বয়ং ফরাসি **সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের সেই বিখ্যাত দম্ভোক্তি** – **"I am the State."**

খ. দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন :

রাজন্যবর্গের এই দুর্বলতার নিরিখে প্রশাসনিক দুর্নীতি লাগামছাড়া হয়ে পড়ে। '**ইনটেনডেন্ট**' দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কর্মচারীদের দাপটে সাধারণ জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই **মাঁদেলা বলেছেন** – **"It was the French monarchy which made the revolution."**

৪. দার্শনিকদের ভূমিকা :

অতএব, ফরাসি রাষ্ট্রের এই সার্বিক অবক্ষয়ী পর্বে বিপ্লবের পথে সাধারণ ফ্রান্সবাসীকে ধাবিত করার দায়িত্ব যারা নিয়েছিলেন তারাই ফরাসি বিপ্লবের অনুঘটক থুড়ি দার্শনিকগণ।

মন্তেস্কুর **"The Spirit of Laws"** গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতার সোচ্চার সংকল্প; **ভলতেয়ারের** **"Letor Philosophic"** গ্রন্থের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তার পক্ষে সওয়াল; অথবা **রুশোর** **"Origin of Inequality"** -এর মধ্য দিয়ে "সামাজিক চুক্তি" তত্ত্ব কিংবা ফিজিওক্র্যাটসদের অবাধ বাণিজ্য ও অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল যে ফরাসি

জনগণকে ফরাসি রাষ্ট্রের এই মূঢ় অচলায়তন কে ভেঙে ফেলতে উদ্যত করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

- **মূল্যায়ন**:

  সুতরাং, এই আলোচনান্তে আমরা এ কথা বলতেই পারি যে, আসলে ফরাসি বিপ্লব ছিল একাধিক কারণের সমষ্টি। দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা ফরাসি রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে যে - বৈষম্য ও দুর্নীতির কালো ছায়া পড়েছিল, তাকে কাটিয়ে ওঠে এক নতুন ভোরের সন্ধানই ছিল - ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লব।